গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
উপক্রমণিকা	০৪
সেকশন ১ কার্যাবলি :	০৫-০৬
সেকশন ২ কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ,কার্যক্রম :	০৭-২৪
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	২৫
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী,এবং পরিমাপ পদ্ধতির বিবরণ-	২৬-২৭
সংযোজনী ৩: অন্য দপ্তর সংস্থার নিকট/সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ	২৮-২৯

হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of Habiganj District Administration)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

জেলা প্রশাসন, হবিগঞ্জ বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে জেলার আইন-শৃংখলা রক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সর্বক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ জেলায় সামাজিক অপরাধসমূহ দমন ও নিয়ন্ত্রণে বিগত ০৩ বছরে **২,৩৭০** টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। সকল প্রকার পাবলিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদান করা হয়েছে। এ জেলায় বিগত ০৩ বছরে সায়রাতমহল ইজারা প্রদানের মাধ্যমে **৩১,৫৬,৯২,৩৯৭** টাকা সরকারী কোষাগারে রাজস্ব প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় প্রায় **১,১৫০** টি পরিবারকে পুণর্বাসন করা হয়েছে। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৯,৪৫৭ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি থাকায় সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে। সার্বক্ষনিক ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা না থাকায় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ই-নথি সিষ্টেম-এ জেলা ও উপজেলার সকল সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে কানেক্টিভিটি স্থাপিত না হওয়ায় এবং বিভিন্ন শাখার তথ্যসমূহের ডাটাবেইজ না থাকায় অনলাইনভিত্তিক নথি কার্যক্রম গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে। এছাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহে ব্যবহারযোগ্য ভৌত অবকাঠামো ও জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। যার ফলে ভূমি বিষয়ক সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনসাধারণকে সহজে, কমসময়ে ও দুর্নীতিমুক্ত উপায়ে সেবা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসন বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে (ক) ই-নথি সিষ্টেম এর মাধ্যমে নথি কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করা; (খ) দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডাটাবেইজ তৈরী করা; (গ) সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম শতভাগ চালু করণের নিমিত্ত মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা; (ঘ) One Stop Service চালু করার মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে অধিকতর সহজ ও জনবান্ধব করে গড়ে তোলা; (ঙ) সফটওয়্যার ব্যবহার করে নামজারি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর দাবী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- প্রায় ১৪ হাজার অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি নেওয়া হবে।
- সামাজিক বনায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের প্রায় ৭০,০০০ চারা বিতরণ করা হবে।
- বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রায় ১১.১৪ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।
- ভূমি উন্নয়ন কর খাত হতে মোট ৭.৭৭ কোটি টাকা আদায় করা হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় ৬০ টি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে।
- নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে জেলায় ইনোভেশন সার্কেলের ৪ টি সভার আয়োজন করা হবে।
- মোবাইল কোর্টকে কার্যকর এবং সংখ্যায় প্রায় ৯০০ এ উন্নীত করা হবে।